তারিখ ... 13 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি ॥ সঙ্কট নিরসনে জরুরী পরিকল্পনা প্রয়োজন

দৈনিক জনকণ্ঠ

ইলিয়াস খান

দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সঙ্কট এখন তীব্র। গত কয়েক বছর ধরে ভর্তি সমস্যা বাড়তে বাড়তে এখন তা রীতিমতো সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। বিরাজমান এ সঙ্কট আজ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের। সেই সঙ্গে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ সঙ্কট ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু সঙ্কট সমাধানে নেই তেমন কোন উদ্যোগ। এ ব্যাপারে নেই সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা।

কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় এ সঙ্কট? এ নিয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ। এ বিষয়ে তাঁদের সুপারিশ হচ্ছে, যেসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী রয়েছে, সেসব কলেজকে সম্প্রসারিত ও সুসজ্জিত করতে হবে। স্থাপন করতে হবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেউ বলেছেন, ভর্তিচ্ছুদের চাপ মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'ডবল শিফট' চালু করতে হবে। এটা হলে সঙ্কট অনেকটা কমে যাবে, দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। তবে এ ধরনের 'ডবল শিফটের' ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন। সঙ্কট সমাধানের জন্য অনেকেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অভিমত, এর ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাপ কমে যাবে। সঙ্কট নিরসনে তাঁদের সুপারিশ হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে আর বিলম্ব বিপর্যয় ডেকে আনবে বলেও তাঁরা সতর্ক করে দেন।

বিদ্যমান সঙ্কট নিয়ে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সঙ্গে আলাপ করলে তাঁরা উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। দৈনিক জনকণ্ঠের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জহরুল মাওলা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মোঃ মসিহুজ্জামানের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট ভর্তি সঙ্কট সমাধানের পন্থা সম্পর্কে। প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিভাবে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সঙ্কট দূর করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা উপরিউক্ত মতামত দিয়েছেন। একই সঙ্গে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সঙ্কট নিয়েও তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে যা প্রত্যেককেই প্রায় ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু দেশে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, তা মোটেই প্রতুল নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরি, এখানে সুন্দরভাবে পাঠ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে মাত্র ১২ থেকে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর। কিন্তু সেশন জট এবং অন্যান্য কারণে এ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারে। এখন তা নেমে এসে হয়েছে প্রায় ২৪/২৫ হাজারে। গত কয়েক বছর থেকেই উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে আসন সংখ্যা আমরা বৃদ্ধি করেছি। কয়েকটি নতুন বিভাগও খোলা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ১৭/১৮ হাজারের মতো। ছাত্র সংখ্যা এর বেশি হলে ক্লাস রুমে যেমন স্থান সঙ্কুলান হবে না। ল্যাবরেটরিতে তেমনি প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে দেয়া যাবে না। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত সে তুলনায় অসম হয়ে উঠবে। লেখাপড়ার মান আমরা যেভাবে উন্নত করতে চাচ্ছি, তা ভয়ঙ্করভাবে বিঘ্নিত হবে। ফলে এখানে ভর্তিচ্ছু অধিক ছাত্রছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হবে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাই আমার মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন করে ভাবতে হবে। যে সব প্রতিষ্ঠিত কলেজে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া চলছে ঐসব কলেজ সুসজ্জিত করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ঐসব প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ উদ্যোগ অবশ্যই সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী ১০ থেকে ২০ বছরে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কেমন হবে, তা অনুমান করে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। আমরা আজকে যা ভাবছি তা ভাবা উচিত ছিল আরও অন্তত ১০ বছর আগে। কেউ কেউ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডবল শিফটের মাধ্যমে বাড়তি ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমার ধারণা ভিন্ন। উচ্চতর শিক্ষা প্রসারে ডবল শিফট একেবারেই অনুপযুক্ত। উচ্চশিক্ষা যার সঙ্গে গবেষণাও সংশ্লিষ্ট ডবল শিফটের মতো মেকানিক্যাল পদ্ধতি দিয়ে সম্ভব নয়। তাছাড়া ডবল শিফটের মতো ব্যবস্থা শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রেও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে। ফলে চূড়ান্ত সমাধান খুঁজে পেতে হলে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে খুঁজতে হবে।

অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান
উপাচার্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে দেশে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিট সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। সিট সংখ্যা না বাড়ালে সমাধান হবে না। দেশে নামকাওয়াস্তে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। '৭১ সালের আগে পশ্চিম পাকিস্তানেও ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমাদের এখানেও ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় আর আমাদের এখানে মাত্র ৮টি। শিক্ষার মানও আমাদের দেশে নেমে গেছে। আমরা আজ অবক্ষয়ের মধ্যে আছি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এজন্য অবশ্য ছাত্রশিক্ষক উভয়েই দায়ী। নতুন পন্থা বের করে আমাদের এ অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করতে হবে। শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। সেশনজটের কারণে সময়মতো পড়াশুনা শেষ হচ্ছে না। কার্যকরী উদ্যোগ নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ভর্তি সঙ্কট দূর করার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন টেকনিক্যাল সমস্যা নেই। তবে দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ করতে কিংবা বর্তমানে যে শিক্ষক রয়েছে তাদের আরও শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ বেতন বাড়িয়ে দিলে তারাও ডবল শিফটে পড়াতে রাজি হতে পারেন। তারপরও ভর্তি সঙ্কট দূর করার জন্য অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ১২ কোটি লোকের জন্য বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া আমাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা একেবারেই কম। যেখানে মালয়েশিয়ায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ই কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে, সেখানে আমাদের দেশের গড় হার তার চেয়ে অনেক কম। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার দিকেও জোর দেয়া দরকার। আগামী শতক হবে টেকনোলজির শতক। কারিগরি শিক্ষা

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

না থাকলে আমরা টিকতে পারব না। কারিগরি শিক্ষা থাকলে আমাদের যা সম্পদ রয়েছে তাতে প্রভূত উন্নতি করা যেতে পারে। জাপানের চেয়েও আমাদের সম্পদ বেশি। কারিগরি শিক্ষার কারণেই তারা আজ এত উন্নতি করেছে। তাই কারিগরি শিক্ষাদান এই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

অধ্যাপক জহুরুল মাওলা চৌধুরী
অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

শিক্ষাক্ষেত্রে এখন নানা সমস্যা প্রকট। ভর্তি সঙ্কট তো এই সময়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার মানও নেমে গেছে। তবে এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী এ মানের অবক্ষয় হয়েছে। অবশ্য এটা ইতিহাসেরই ধারা। সুষ্ঠু শিক্ষা প্রসারের জন্য আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা সঙ্কট দূর করার জন্য উন্নতমানের ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সঙ্কট দূর করার জন্য উন্নত পরিকল্পনা গৃহীত ও প্রণীত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে উন্নত পরিকল্পনা নেই। উন্নত পরিকল্পনার অভাবে গত ৪/৫ বছরে যা না হয়েছে গত ৩ বছরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে তা হয়েছে। শুধু পুথিগত বিদ্যা জাতিকে যে মুক্তি দেবে না, বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। দেশের জন্য কারিগরি শিক্ষা দরকার। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তিসমস্যা অনেকটা কমে যাবে। শুধুমাত্র 'পড়ার জন্য পড়া।' এটা হলে চলবে না। দেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত লোক তৈরি করতে হবে। এ জন্য একটি সরকারী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার। দেশের চাহিদা অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজেও আরও আসন বাড়ানো দরকার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা পাস করে বের হচ্ছে তাদেরকেই আমরা চাকরি দিতে পারছি না। তাছাড়া যারা পাস করছে তাদের অধিকাংশেরই গ্রামে গিয়ে গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার মানসিকতা নেই। তাই তাদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হয়।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম
ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষায় একটা ভর্তি নীতি থাকা দরকার। ভর্তি সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অনেক মেধাবী ছাত্র একত্রে বুয়েট, মেডিক্যাল এবং জেনারেল লাইনেও ভর্তি হয়। পরে সিট ছেড়ে দেয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এটিও একটি অন্যতম সমস্যা। এজন্য ভর্তি করার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড দরকার। সমন্বিতভাবে ভর্তি করা যেতে পারে। তাহলে আসন খালি থাকবে না।

শিক্ষার মান কমে গেছে কিনা এর কোন গাণিতিক পরিসংখ্যান নেই। এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। আগে ছাত্র কম ছিল তাই ভাল ছাত্র চিহ্নিত করা যেত। এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক মেধাবী ছাত্র আছে। গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যাও বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান নেমে গেছে, এটা বলা যায় না। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা লেগেই আছে। আবাসিক সমস্যা, লাইব্রেরি সমস্যা, ক্লাসরুম সমস্যা এগুলো দূর করার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেশনজট দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাও জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালুর বিষয়টি চট করে করা যাবে না, এ জন্য আগে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় একক নীতি চালু করতে হবে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডবল শিফট অন্যটিতে সিঙ্গেল শিফট এটা হয় না।

আর উচ্চমাধ্যমিক পাসের পরই বৃত্তিমূলক শিক্ষার দরকার রয়েছে। উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ হতে হবে। কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বলেই অনেক ছাত্র উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এসে ভিড় জমায়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটলে উচ্চশিক্ষার ভর্তি সঙ্কট হ্রাস পাবে।

অধ্যাপক মোঃ মসিহুজ্জামান
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি সঙ্কট কতটুকু এর কোন সরাসরি জবাব নেই। উচ্চশিক্ষার জন্য জায়গা নেই সেটাই আসল সমস্যা।

উচ্চশিক্ষার মান কমে যাচ্ছে বলে অনেকে যা মন্তব্য করেন, তা আসলে ঠিক নয়। আসলে মান কমেনি। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে বলে পরীক্ষায় ফলাফল খারাপও বেশি সংখ্যক ছাত্র করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বেটার ছাত্র পাচ্ছি। অবশ্য কলেজ স্কুল লেবেলে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। কারণ ওখানে উপযুক্ত শিক্ষক সংখ্যা খুব কম। প্রায় নেই বলা চলে।

উচ্চশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্কট একটি বড় সমস্যা। সঙ্কট দূর করার জন্য অর্থের দরকার। আজকের শিক্ষা সঙ্কট দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়ানো দরকার।